USS Code of Conduct

১. ভূমিকা ঃ

ইউএসএস অফিস সমূহের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ। এদের সকলেই যৌন নির্যাতন, প্রতারণা, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একইভাবে প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র বোর্ড মেম্বার ও অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যেমন- কনসালট্যান্ট এবং ভলান্টিয়ারদের জন্য এটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের ব্যবস্থাপনাতেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হবে, যাতে তারা বুঝতে পারেন এটা প্রাতিষ্ঠানিক আচরনবিধিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও কি করে তা কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

ইউএসএস একটিরাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মত, সংস্কৃতি,জেন্ডার, বয়স নির্বিশেষে নিঃশর্তভাবে কাজ করে। এটি কোন প্রকার ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রভাবিত করা বা ধর্মান্তরিতকরণকে সমর্থন করেনা। এই নীতিমালা তৈরিতে ইউএসএস ও ডিয়াকোনিয়ার কোড অফ কনডাক্ট এবং একই সঙ্গে ইউএসএস এর অন্যান্য নীতিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরন করেছে এবং এই নীতিমালাকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য ভবিষ্যতে ইউএসএস বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের কোড অব কন্ডাক্ট অনুসরণ করবে।

২. সাধারণনীতিমালা ঃ

ইউএসএস সংস্থার সুবিধাবাঞ্চিত জনগোষ্ঠির নারী-পুরুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি, মানবিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কল্যাণ ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো এ নীতিমালাটি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য ও বাধ্য-বাধকতা সম্পর্কে সহজেই পরিষ্কার ধারনা পেতে পারেন।যেসকল বিষয় নীতিমালাটির আওতাভূক্ত হয়েছে তা হলো যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন, সকল প্রকার হয়রানি, প্রতারণা ও দুর্নীতি, নিরাপত্তাহানি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য যে কোন প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ড।

সুতরাংইউএসএস সংস্থার সকল কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরন থেকে বিরত থেকে মৌলিক মানবাধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।
- আন্তর্জাতিক আইন ও মানদন্ড অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল অধিকারভোগীর সাথে পক্ষপাতহীনভাবে সদব্যবহার, সম্মান ও শিষ্ঠাচার বজায় রেখে কাজ করবেন।
- যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি মুক্ত একটি পরিবেশ গড়ার উদ্দেশ্য কাজ করার মাধ্যমে নীতিমালাটির বাস্তবায়নকে গতিশীল করবেন।
- নীতিমালাটির যে কোন লঙ্ঘন অথবা সুনির্দিষ্ট সন্দেহ বা লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্য লঙ্ঘনকারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা উচ্চতর ব্যবস্থাপককে অবহিত করবেন অথবা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অভিযোগ করবেন যাতে করে তাৎক্ষনিকভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করা সম্ভব হয়।
- নীতিমালার লংঘন সংক্রান্ত কোন প্রকার তথ্য প্রকাশে ব্যর্থতা বা তথ্য গোপন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- অভিযোগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান অভিযোগকারীকে একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবেন, যেন তিনি কোন প্রত্যাঘাত বা অন্যায়ের শিকার না হন।
- নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা, যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।

৩.যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন ঃ

এই নীতিমালা অনুযায়ী কোন প্রকার যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড অথবা শিশুদের সাথে যেকোন প্রকার যৌন সংস্পর্শ স্থাপন নিষিদ্ধ এবং ইউএসএস সংস্থা এই বিষয়ে "জিরো টলারেন্স" বা "শূন্য সহনশীলতা" প্রদর্শন করে। শিশু বলতে এখানে জাতিসংঘের শিশু সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচের যেকোন নারী কিংবা পুরুষকে বুঝানো হয়েছে।যেহেতু বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শিশু নির্যাতন বা যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সংক্রান্তবিষয়ে জাতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ করার আইনি

সম্পাদক
উদয়ান্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
নীলফামারী।

President
Udayankur Seba Sangstha (USS)
Nilphamari.

বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাই এই সংক্রান্ত অভিযোগ সমূহ ইউএসএস তার নিয়ম অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে আইন শৃংখলা বাহিনীকে অবহিত করবেন।

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন এক ধরনের লৈঙ্গিক সহিংসতা। যেকোন মানবিক বা উন্নয়মূলক কর্মকান্ডেই যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সংঘটিত হতে পারে। মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্তরা মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য মানবিক সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে সে সকল পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষা করা সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপর একটি অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

দায়িত্ব পালনকালীন অথবা অন্য যেকোন সময়ে ইউএসএস এর কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- খেয়াল রাখবেন যে মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত কর্মচারী কর্তৃক যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন একটি গুরুতর অসদাচরন যার ফলে চাকুরিচ্যুতিও ঘটতে পারে।
- প্রাপ্ত বয়স্ক বা সম্মতি বয়স স্থানীয়ভাবে যাই হোক না কেন কখনই শিশু/ শিশুদের সাথে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবেন না। শিশু / শিশুদের সাথে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। শিশুর বয়স সংক্রান্ত ভুল বিশ্বাস বা ধারনা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট নয়।
- দায়িত্ব পালনকালে অথবা দায়িত্ব পালনকাল ছাড়া যেকোন সময়ই কোন প্রকার সুবিধা আদায়ের জন্য বা অর্থের বিনিময়ে যৌন পরিষেবা প্রদান, গ্রহণ কিংবা পরিষেবা গ্রহেণের আমন্ত্রন জানাবেন না।
- কখনও কোন অধিকারভোগী জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারী, শিশু অথবা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করবেন না।
- সর্বদা মনে রাখবেন যে অনৈতিকভাবে অর্থ বিনিময় চাকুরী প্রদান, যৌন পরিষেবার বিনিময়ে পন্যসামগ্রী বা সেবা গ্রহণ/প্রদান, যৌন সুবিধা প্রদান/ গ্রহণ, অপমানকর, অধঃপাতমূলক ও নিপীড়নমূলক সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ।
- যেকোন ধরনের যৌন সুবিধা, উপহার, উৎকোচ, পারিতোষিক অথবা সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে পদের অপব্যবহার করে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড অথবা মানবিক সহায়তা ঠেকিয়ে রাখা বা পক্ষপাতমূলক আচরন থেকে বিরত থাকবেন।
- শিশুদের নিয়ে কাজ করার সময় অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্রেককারী কর্মকান্ড থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন এবং কখনই এমন কিছু করবেন না যা শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৪. নিপীড়ন বা হয়রানী

ইউএসএস সংস্থার কার্যনির্বাহক ও কর্মচারীগণ সকল প্রকার নিপীড়নমূলক কর্মকান্ড যা কোন ব্যক্তির, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন সমস্যা, ক্ষতি বা দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে। ইউএসএস কর্মক্ষেত্র এর নীতিমালার কোন প্রকার লঙ্ঘন যেমনঃ হয়রানি (যৌন, জেন্ডার এবং জাতিগত হয়রানিসহপীড়ন ও বৈষম্য আক্রমনাত্মক, অপমানকর, অসৌজন্যমূলক, অনভিপ্রেত বা অন্য কোন অসঙ্গত মন্তব্য বা আচরন যা কোনো ব্যক্তির মর্যাদাহানীর কারন হতে পারে) অবজ্ঞা (Disregard) করে।

ইউএসএস সংস্থারকর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- কর্মস্থলে সকলের সাথে মর্যাদা ও সম্মান বজায় রেখে চলবেন। সৌজন্য ও মমতার সাথে কথা বলবেন, গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন এবং অন্যের মঙ্গল বিবেচনা করবেন।
- এমন কিছু করবেন না যা কোন ব্যক্তির, বিশেষ করে নারী ও শিশু বা প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন অনুভূতি সংক্রান্ত সমস্যা, জটিলতা, ক্ষতি বা দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অবস্থায় এমন কিছু করবেন না, বলবেন না যাতে কেউ নিপীড়িত, বিপদাপন্ন অথবা দুর্বল ভাবতে পারে।
- নিপীড়নমূলক কাজ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। যৌন, জেন্ডার এবং জাতিগত হয়রানির (অন্যদের মধ্যে) আগাম সম্ভাবনাগুলো উপলব্ধি করবেন এবং প্রতিরোধ ও মীমাংসার জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- জানবেন যে কর্মস্থলে বা ইউএসএস সংস্থার অধিকারভোগী জনগোষ্ঠীতে কারও প্রতি হিংসাত্মক, নিপীড়নমূলক অথবা বৈষম্যমূলক কোন আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং ইউএসএস তা অবজ্ঞা (Disregard) করে।
-

৫. প্রতারণা ও দূর্নীতি

ইউএসএস সংস্থা প্রতারণা ও দূর্নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করে না। এই সংস্থার কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কখনই তাদের ক্ষমতা বা পদের অপব্যবহার করে অধিকারভোগী জনগোষ্ঠী, সহযোগী বা স্টেকহোল্ডারদের কাছে থেকে সুবিধা গ্রহণকরবেন না।

- ❖ অর্থ বা অন্য কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ/ প্রদান যা আপনাকে অন্যদের তুলনায় বেশী সুবিধা দিবে এরকম কর্মকান্ড হতে সর্বদা বিরত থাকুন।
- ❖ সহকর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সততা ও অকপটতার একটি সংস্কৃতি তৈরী করবেন।
- ❖ কর্মক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বদা স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।
- ❖ কোন প্রকার অযৌক্তিক লেনদেন, চেক জালিয়াতি, কমিশন গ্রহণ অথবা অনুচিত সুবিধা গ্রহণ বা চুরির উদ্দেশ্য টেন্ডার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ❖ কর্মস্থলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে জনগোষ্ঠির সদস্য অথবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ প্রতারনা এবং দূর্নীতি সংক্রান্ত উদ্বেগ ও অভিযোগ সমূহ নির্ভয়ে ব্যক্ত করতে পারে।
- ❖ জ্ঞাতসারে কখনও বেআইনি কাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না।
- ❖ তদন্তে ব্যবহৃতবা ব্যবহৃতব্য কোন দলিল বা প্রমান জ্ঞাতসারে বিনষ্ট, পরিবর্তন কিংবা লুকানো থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন। তদন্তকে বাধাগ্রস্থ বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য তদন্তকারীর কাছে মিথ্যা তথ্য/এজাহার প্রদান, দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ, কাউকে বাধ্য করা অথবা কারও সাথে অসাধু আঁতাত করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ❖ সকল দায়িত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য চর্চা ও রীতি অনুসারে সম্পাদন করবেন এবং অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মানদন্ড অবলম্বন করবেন।

৬. অনৈতিক বৃত্তির চর্চা

ইউএসএস সংস্থারকর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- ❖ মানবতা কিংবা উন্নয়নের স্বার্থে জনসাধারনের দেওয়া অনুদান গ্রহণের সময় সর্বদা সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক আচরন সমূহ অনুশীলন করবেন।
- ❖ মানবিক বা উন্নয়নমূলক কোন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেসকল চুক্তি নিশ্চিত করার জন্য কখনই কোন ধরনের পণ্য, সেবা অথবা ঘুষ গ্রহণ করবেন না।
- ❖ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই লাভজনক এমন কোন কর্মকান্ড যাতে ইউএসএস সংস্থার সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুন্ন হয় বা সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা আছে তেমন কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।
- ❖ কখনই ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার জন্য মুনাফা বা অবশিষ্ট/ উদ্বৃত্ত বাজেট ঘোষনা, বখরা বা ডিসকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করবেন না।
- ❖ কোন ধরনের উপহার সামগ্রী বা সুবিধা গ্রহণের ফলে যদি তা কার্যসম্পাদন বা দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করে সেক্ষেত্রে সে ধরনের উপহার সামগ্রী বা সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ সেবা, ভ্রমন, বিনোদন, পন্য সামগ্রী ছাড়া আরও অনেক কিছুই এধরনের উপহার সামগ্রীর আওতায় পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বা আর্ন্তজাতিক প্রথাও প্রচলিত আতিথেয়তার জন্য সাধারন কিছু উপহার সামগ্রী যেমনঃ কলম, ক্যালেন্ডার, ডায়েরী গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ❖ কখনও কোন কাজে বেআইনী শ্রম, শিশু শ্রম কিংবা জোর পূর্বক শ্রম ব্যবহার করবেন না।
- ❖ সর্বদা বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় শুল্ক প্রদান করবেন। জাতীয় কারবার আইন ও আন্তর্জাতিক রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।
- ❖ সকল কর্মসূচীর ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি সমূহ মেনে চলবেন।
- ❖ কোন রকম মানবিক বা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডেই জানা অনিরাপদ পণ্য সামগ্রী ব্যবহার করবেন না।

৭. প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক কর্মকান্ডঃ

ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ-

- ❖ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাজ পরিচালনা করবেন না।
- ❖ এমন কোন দায়িত্ব বা কার্যক্রম হাতে নিবেন না যা তাদের কাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী তার বা তাদের অবসর সময়ে বৃহদাকারের কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান তবে তার পূর্বে অবশ্যই নিকটস্থ ম্যানেজারের সাথে সে বিষয়ে পরামর্শ করবেন।

৮.সংঘবদ্ধ অপরাধঃ

ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ-

- ❖ যেকোন ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধের সঙ্গ এড়িয়ে চলবেন। এরমাঝে কালো বাজারে সস্তা পুঁজির কোন লেনদেন থেকে শুরু করে মানব পাচারও অন্তর্ভূক্ত। মানব পাচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখবেন এটি কেবল যৌন নিপীড়ন বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যই নয় গৃহস্থালির কাজে বা বাগান পরিচর্যার ব্যবহার করা ছাড়াও নানাবিধ কারনে ঘটতে পারে।

৯. পর্নগ্রাফি

ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ-

- ❖ নিজ নিজ কর্মস্থল সম্পূর্ণভাবে পর্নগ্রাফি (অশ্লীল ছবি, ভিডিও, মোবাইল, বার্তাবা বই ইত্যাদি) মুক্ত রাখবেন। পর্নগ্রাফি দেখা বা বিতরনের জন্য কখনই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, যেমন ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। কর্মস্থল ও কর্মস্থলের বাহিরে সকল প্রকার শিশু পর্নগ্রাফি সংক্রান্ত কারবার বা লেনদেন সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

১০.মদ্যপান

ইউএসএস সংস্থারকর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- ❖ মদ্যপানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত থাকবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তা দায়িত্বরত না থাকা অবস্থায়ও প্রযোজ্য যদি তা ইউএসএস সংস্থার সুনাম এর কোন প্রকার ক্ষতি করে। যানবাহন চালানোর সময় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

১১. শ্রেণীভুক্ত মাদকদ্রব্য

ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- ❖ যেকোন প্রকার শ্রেনীভুক্ত মাদকদ্রব্যের সংস্পর্শ বা এ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা বর্জন করবেন।প্রেসক্রিপশনকৃত ওষুধের ক্ষেত্রেই কেবল কেউ এ জাতিও দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন।

১২. নিরাপত্তালঙ্ঘন

ইউএসএস সংস্থা তার কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ ও যাদের সাথে কাজ করে তাঁদের নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিবেন। কর্মরতদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সম্ভাব্য সকল কিছুই প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। ইউএসএস সংস্থার জন্য নিরাপত্তা একই সাথে একটি ব্যক্তিগত একটি প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব।

ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণ-

- ❖ কর্মরত অবস্থায় কখনই কোন প্রকার অস্ত্র বা গোলাবারুদ সাথে রাখবেন না কিংবা ব্যবহার করবেন না।
- ❖ মাতাল কিংবা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কখনই কোন যানবাহন চালাবেন না। এবং দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধশীল হবেন।

১৩. অভিযোগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাঃ

ইউএসএস সংস্থা নীতিমালা লঙ্ঘনে প্রশ্রয় দেয় না।কোন প্রকার নীতিমালা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীন শাস্তি বিধান, বরখাস্ত করা এমনকি ফৌজদারী মামলাও দায়ের করা যেতে পারে।

ইউএসএস সংস্থা কর্মচারী/ কর্মকর্তা যেকোন প্রকার অসদাচরন সম্পর্কিত অভিযোগে সাড়া প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। যেকোন ধরনের বিধি লঙ্ঘন ইউএসএস সংস্থার কমপ্ল্যান এন্ড রেসপনস মেকানিজম নীতিমালা অনুযায়ী রেসপনসের মাধ্যমে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে জানাতে হবে। তবে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা দোষারূপ করা হলে তার বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১৪. সংবেদনশীল বিষয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

ইউএসএস সংস্থা কর্মচারী/ কর্মকর্তাদের অনেক সময় কিছু কিছু সংবেদনশীল বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরী করতে হতে পারে সেক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তা পাওয়া প্রতিবেদকের অধিকার। এই ধরনের কোন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা, গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। ইউএসএস সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তা বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়া ও ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম উল্লেখ করাকে উৎসাহ দেয়া। অজ্ঞাতনামা অভিযোগ সমূহ অনুসরন করা কঠিন।

১৫. বিধিমালা অনুধাবন ও স্বাক্ষরঃ

নিম্নে উল্লেখিত কর্মকর্তা, কর্মচারী, বোর্ড সদস্য, কনসালটেন্ট অথবা স্বেচ্ছাসেবীগণ এই নথিটি ভাল করে পড়ে বুঝে এবং এর অন্তর্গত বিষয় সমূহের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করছেন। উপরোল্লিখিত বিধিমালায় যেকোন বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারী তার দায়ভার বহন ও ফলাফল ভোগ করতে প্রস্তুত আছেন। (পরিশিষ্ট-)

পরিশিষ্ট-১ঃ

গুরুত্বপূর্ণ পদ ও সংজ্ঞা সমূহ

ক্ষমতার অপব্যবহার ঃগুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রকার অন্যায় আচরন(শারীরিক, মানসিক, যৌন সংক্রান্ত বা আবেগগত) অথবা কারো দূর্বলতার সুযোগ নেয় তবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার বলে গন্য হবে।

পীড়ন ঃ শারীরিক নয় বরং মানসিক বা আবেগগতভাবে কারো প্রতি উস্কানি মূলক বা আগ্রাসিন আচরনকে পীড়ন হিসাবে গ্রহন করা হয়। সাধারনত কোন পূনরাবৃত্তি মূলক নির্দিষ্ট কোন নেতিবাচক আচরন, অনধিকার চর্চা বা হিংসাত্মক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনৈতিকভাবে সমালোচিত করা, অপমানিত করা, অসম্মান জানানো বা অন্য কোন উপায়ে হেয়প্রতিপন্ন করাকে পীড়ন হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

বৈষম্য ঃ কোন ব্যক্তিকে তার সামাজিক অবস্থান, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, রাজনৈতিক বিশ্বাস কিংবা অক্ষমতার ভিত্তিতে বাধা প্রদান বা বর্জন করা হয় কিংবা তা কটাক্ষ বা কোন রকম বিরূপ আচরন করা হয় তবে তা বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

শিশু ঃ শিশু অধিকার কনভেনশান এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোন ব্যক্তিই শিশু।

দূর্নীতি ঃ দূর্নীতি হলো কোন ব্যক্তির কর্মকান্ডকে অনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রনোদনা, পরিতোষিক বা সুবিধা দান বা গ্রহণ করা কিংবা তার অনুরোধ বা প্রস্তাব করা।

প্রতারণা ঃ সাধারণত ব্যক্তিগত লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, অর্থ, উপকরন , সেবা অথবা মানব সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বিকৃত করা, আস্থা ভঙ্গ করা, কৌশলের আশ্রয় নেয়া বা শঠতা করাকে প্রতারনা হিসাবে গন্য করা হয়। প্রতারনা বা অনৈতিক সুবিধার জন্য মিথ্যা উস্থাপনা একটি অপরাধমূলক কাজ।

হয়রানী ঃ হয়রানী বা নিপীড়ন হল এমন কোন অনভিপ্রেত উক্তি বা আচরণ যা কোন ব্যক্তির জন্য আক্রমনাত্মক, অপমানকর, অসৌজন্যমূলক অথবা মর্যাদাহানীকর। জনগোষ্ঠীর যেকোন ব্যক্তি যেকারও দ্বারা হয়রানির শিকার হতে পারে। যাদের সাথে আমরা প্রতিদিন কাজ করি যোগাযোগ রাখি যেমন- মা- বাবা, নিয়োগকর্তা, বিক্রেতা/দোকানী, জনগোষ্ঠীর সদস্য বা কোন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনে আসা কোন ব্যক্তি এরা সকলেই হয়রানীর শিকার হতে পারেন বা অপরকে হয়রানীর শিকার করতে পারেন।(যৌন নিপীড়ন দ্রষ্টব্য)

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাঃ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হল এমন কোন কাজ যা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ক্ষতি সাধন করে, এমন কিছু করা যা ঐ ব্যক্তির শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য , বিকাশ বা পরিচয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, নারী ও কিশোরীরাই মূলত জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন। সহিংসতা নানা প্রকারে হতে পারে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, প্রহার, ধর্ষন, বৈবাহিক ধর্ষন, যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, বিবাহ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত/ উপক্ষিত বা সঙ্ঘটিত সহিংসতা।

যৌন নির্যাতন ঃ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা অসম বা জবরদস্তীমূলক পরিস্থিতিতে অনুচিত/ অসঙ্গত ভাবে ছোঁয়া সহ কোন প্রকার শারীরিক অনুপ্রবেশের হুমকি প্রদর্শনকে যৌন নির্যাতন হিসাবে গ্রহন করা হয়।

যৌন হয়রানি ঃ যৌন হয়রানি হলো কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অন্যকোন ব্যক্তির প্রতি যৌনক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোন ধরনের অনাকাংখিত আচরন যেমন ছোঁয়া, ইশারা করা, মন্তব্য করা বা কৌতুক করা। যৌন নির্যাতন সম অথবা বিপরীত উভয় লিঙ্গের সাথেই ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন যৌন নির্যাতন এক বা একাধিক যেকোন ব্যক্তির (নিয়োগকারী, সুবিধাভোগী ইত্যাদি) মধ্যে ঘটতে পারে।

পরিশিষ্ট ২ ঃ বিধিমালা অনুধাবন ও স্বাক্ষর
(যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন, প্রতারনা ও দূর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা)
উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
২৯/০৮/২০১৮ তারিখে নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত সংস্করণ
বিধিমালা অনুধাবন ও স্বাক্ষর
নিম্নে উল্লেখিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী, বোর্ড সদস্য, কনসালটেন্ট অথবা স্বেচ্ছাসেবীগন এই নথিটি ভালো করে পড়েছেন, বুঝেছেন এবং এর অর্ন্তগত বিষয় সমূহের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখিত বিধিমালার যেকোন বিধি লঙ্ঘনের স্বাক্ষরকারী তার দায়ভার বহন ও ফলাফল ভোগ করতে প্রস্তুত আছেন।

স্বাক্ষর	নিয়োগ কর্তা /নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির স্বাক্ষর
নাম	নাম
পদবী	পদবী
তারিখ	তারিখ